খুঁজি

জ্যোৎস্না মন্ডল

BANGLADARSHAN.COM

সূচিপত্র

কবিতার নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
আগমন	৩
লক্ষ্মী মেয়ে	৪
এসেছে ফাগুন	৫
জীবনের গান	৬
নিজের খেয়ালে	৭
অলক্ষ্যে	৮
মনের ঠিকানা	৯
তাসের ঘর	১০
দরশন	১১
মনের খবর	১২
নষ্ট মেয়ে	১৩
মন মেতেছে	১৪
অজান্তে	১৫
প্রতিকার	১৬
দুর্বিসহ মন	১৭
সুদূর নীহারিকা	১৮
বোধ	১৯
দেখতে রহো ঘণ্টা চ্যানেল	২০
ভাসাই	২১
পীরিতি	২২
আশা	২৩
ভাদু	২৪
খুঁজি	২৫

BANGLADARSHAN.COM

আগমন

মেঘের আড়ালে মেঘবালিকা.....
তপ্ত করো আমায়
রোদের আলো সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে এসে,
বরফ শৈত্য প্রবাহে
জমে থাকা হৃদয়খানির অলিন্দ
খুলে দাও এক নিমেষে।

চোখের পাতায় উষ্ণ চুম্বন জানায়
তোমার আগমন বার্তা অবশেষে,
দীঘল পন্থ পার হয়ে
তুমি ঠিক তো এসেছ
গভীর রাতে নতুন বেশে।

BANGLADARSHAN.COM

আমার নিদ্রামগ্ন জীবনে এনেছ
নতুন প্রভাত রাত্রিশেষে,
জীবনের কালো ক্যানভাসে এঁকে দিলে
সাতরঙা রামধনু রঙ ভালোবেসে।

লক্ষ্মী মেয়ে

এই মেয়েটা শোন কাছে আয়
তোর নাম দিলাম লক্ষ্মী মেয়ে,
বিদ্যাস্থানে সরস্বতী আর
রূপে গুণে লক্ষ্মী তুই সবার চেয়ে
সংসার তবু টিকলো কোথায় বল?

জ্ঞানভান্ডারের ঝাঁপটা
রাখতে হবে বন্ধ করে,
বোকা সেজে শান্ত হয়ে
থাকতে হবে শ্বশুর ঘরে,
জ্ঞানবুদ্ধি প্রকাশ করে ফেলো না যেন
করে যাও না জানার ছল।

BANGLADARSHAN.COM

লক্ষ্মী তুমি রোজগেরে
আর নারীবাদী হও না যত,
পুরুষের কাছে যদি তুমি
করতে পারো মাথা নত,
সংসারটা টিকে যাবে এ যাত্রায়
নয়তো ভুগতে হবে কর্মফল।

এসেছে ফাগুন

সুরের আকাশে রঙ লেগেছে
মনের রঙেতে আগুন,
দখিনা বাতাস দোল দিয়ে যায়
হৃদয় জুড়ে ফাগুন।

অঘ্রাণের ঐ বিকেল রোদে
উদাস করা সুরে,
লাল মেঘেতে প্রেমের বাউল
প্রেম খুঁজে মরে।

BANGLADARSHAN.COM

জীবনের গান

মনের ঘরে দিয়া একখান তালা
রূপসাগরে ভাসাই সাধের তরী,
মন যমুনা উথাল পাথাল
বৈঠা চালাই বিষম ভারি।

কোন গগনে চাঁদ ওঠে গো
কোন গগনে ফোটে ফুল,
কোন পরানে প্রেম আছে গো
পাইলাম না তার কোনো কুল।

দীন দুনিয়ার মালিক যিনি
অন্বেষণ তারে করি,
জীবন তরী বাইতে হবে
শক্ত হাতে হাল ধরি।

BANGLADARSHAN.COM

নিজের খেয়ালে

অপ্রত্যাশিত যা কিছু রঙিন হলে,
মজে মন তাৎক্ষণিকের রঙ্গ জালে,
মন্দ ভালোর বিচার বোধের উর্দ্ধে উঠে
মন পেয়ালার চুমুক দিতে
ভাল লাগে তালে তালে।

কঠিন করে ভাবার সময়
এখন নয়, চল হেয়ালে.....
রাতের তারা সূর্য হয়ে
দূর গগনে বেড়ায় খেলে,
নিত্য দিনের বাস্তবতা
হাসবে পিছে মিছে মিছে,
যখন তুমি চলতে শিখবে
আপন বোধের খেয়ালে।

BANGLADARSHAN.COM

অলক্ষ্যে

সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে এলাম এক নিমেষে,
অলক্ষ্যে ছিলে তুমি.....
চিন্তার অনলে দগ্ধ হয়েও পোড়েনি ক্ষত বিক্ষত প্রাণ শেষে
অলক্ষ্যে ছিলে তুমি.....
অবসান হল একটা পর্ব একাঙ্ক নাটকের, ভরা মাসে
অলক্ষ্যে ছিলে তুমি.....

BANGLADARSHAN.COM

মনের ঠিকানা

কতো কঠিন কথা মানুষ
বলে সহজে
নরম মাটি জলে নিমেষে গলে ভেজে
মনের হদিশ পাবে সেই জন
যে জন দিবানিশি পরম গুরু ভজে।

গুরু দেখায় খাঁটি সুখের পথ
ও তুই চিনলি নারে অবোধ মনে
সুখের রাজপথ
যেদিন মন তোমার শুদ্ধ হবে
আনন্দ খুঁজে পাবে সকল কাজে।

গুরু যে পথ দিয়ে যাবেন
অনুসরণ কোরো তারে ছাড়ি সিংহাসন
বিষয় আশয় বিষের মতন
কাঁটা বেঁধে পথের মাঝে।

BANGLADARSHAN.COM

তাসের ঘর

রঙ্গমঞ্চে আমরা সবাই নাট্যপালার অংশীদার,
বাছাই করি গল্প কাহিনী জীবন খাতার,
এই বেশ ভালো আছি বলতে গিয়ে যাই থমকে,
আয়নায় নিজের প্রতিচ্ছবি দেখে উঠি চমকে,
আমরা ভালো থাকার দেশে বানাই তাসের ঘর।

লিখেছিনু ভালোবাসার মানুষের নাম বালুকাবেলায়,
ঢেউ এসে নিমেষে সে নাম মুছে দিয়ে যায়,
অভিনয়ের মোড়কে জীবনটা মুড়ে নিয়ে,
পালার ভীড়ে মিশে যায় মন মিথ্যা অভিনয়ে,
জীবন গাঁথা লেখনীতে রয় হয়ে অমর।

BANGLADARSHAN.COM

দরশন

যৌবনা চাঁদ ডাকে আমায়
গভীর রাতে সখার সাথে মধু মিলনে,
তার রূপের ছটায় হলাম পাগলিনী আনমনে,
হে সখা আজ চপল চিত্তে
মোর পানে চাও.....

না হেরিলে মুখখানি, না জড়ালে কথায়,
সকল নিয়ে বসে আছি আজও
সখা তোমারই অপেক্ষায়,
দিবানিশি আকুল পরাণ
পীরিতের আগুনে পোড়াও.....

ভ্রমরা কাজল নয়নে হেরি
তোমার রূপের বাহার,
মেঘ রঙা শাড়ি শশীর পরনে
অন্তরে দরশন কালার,
মধু যামিনী কাটাবো দোঁহে
এ মন রূপসাগরে ভাসাও.....

BANGLADARSHAN.COM

মনের খবর

তোর রূপের লেশায় পাগল এ মন
বক্ষে বাইজে মাদল গো,
দ্রিদিম দ্রিদিম বোলের তালে
ভরা যৌবন মাতাল হইছ্যে গো।

পাথর ভাইঙছ্যে বুকের মাঝ্যে
তির তির কাঁপন ভীরু ওষ্ঠে ,
ডর লাইগছে ক্যামনে পীরিতি
অজান্তে উইথলে উঠে,
দ্রিদিম দ্রিদিম বোলের তালে
ভরা যৌবন মাতাল হইছ্যে গো।

রিন ঝিন ঝিন কাঁকন বাজে
আঁচল উড়াই বাতাসে,
পায়ের নুপূর রুম ঝুমিয়ে
মরদটারে ডাইকছ্যে পাশে,
দ্রিদিম দ্রিদিম বোলের তালে
ভরা যৌবন মাতাল হইছ্যে গো।

BANGLADARSHAN.COM

নষ্ট মেয়ে

ভাবছি কার কাছে রেখে যাব
আমার কান্না ভেজানো গভীর রাতগুলো,
নিজের রাজত্বে দুঃশাসনকে প্রবেশ করতে না দেবার মূল্য
আমাকে দিতে হয় অনেক বার।

আজও ভীমকে খুঁজে মরি বাংলার মাঠে ঘাটে,
নষ্ট মেয়ের জন্য কার কী এসে যায়?
হাজার হাজার মধ্যরাত্রি
ফুটছে গরম জলে.....
চারদিকে শূণ্যতা
কে আছে ভাববার?

BANGLADARSHAN.COM

মন মেতেছে

আজ ফাগুন বসন্ত পলাশের বনে
সাজ্যে মানভূম কমলা বেশে,
চরণে রূপোর কড়া পরণে হলুদ শাড়ী
মন মেতেছে পলাশ ফুলের সুবাসে।

আকাশ সাজে নতুন ফাগে আবীর রঙে
প্রেমের নেশায় বঁধুরে খুঁজি মনের হরষে,
দ্রিদিম দ্রিদিম বাজছে মাদল ঝুমুর গানের তালে
কোকিলের কুহু তানে প্রেমে মন ভাসে।

মালা গাঁথি পলাশ ফুল কুড়ায়ে
লোকের বলায় আমার কি যায় আসে,
পরাব মালা তোমার গলে সাঁঝে
মনে মনে এ সখী তোমায় ভালোবাসে।

BANGLADARSHAN.COM

অজান্তে

মত্ত হয়েছি অনেকদিন
ভালোবাসার জালে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে যাই অজান্তে।

সহবাসে মন দেয় না সাথ
সারারাত কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে আছি অপলক অজান্তে।

শুনতে পাই তার পায়ের আওয়াজ
বুকের মধ্যে দামামা বেজে ওঠে অজান্তে।

BANGLADARSHAN.COM

প্রতিকার

আশ্চর্য হবার কিছুই নেই
মস্তিষ্ক মানতে শিখেছে আজ,
বিষধর সরীসৃপরা গা বেঁয়ে কখন উঠল মাথায়
কাজের তালে বোঝা গেল না কিছুই,
মাথায় উঠে পাগড়ি হয়ে বাড়িয়ে দিল সাজ।

জংলা পাতার রস নিঙরে
মাথার উপর ঢালতে থাকি গভীর রাতে,
আস্তে করে দুশমনেরা নেমে গেল নির্বিবাদে
গুটিয়ে তাদের বিশাল বিশাল ল্যাজ।
যেমন রোগের তেমন ওষুধ...
নইলে সে বাসা বেঁধে
মাথার উপর ডুগডুগিটা বাজারে কষে
অবিরত দিনের শেষে,
মাথায় পড়বে বাজ।

BANGLADARSHAN.COM

দুর্বিসহ মন

বিশাল জলরাশির মধ্যে হাবুডুবু খেয়ে চলেছি অনেকদিন
নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বাধা পায় অনবরত
অক্সিজেন পাবার আশে আঁকড়ে ধরি ভুল মানুষটিকে
নিতে এসেছে সে
দিলে না এতটুকু প্রাণ বায়ু।

চেনা পরিবেশ ভারী হয়ে ওঠে ক্রমশ
টেনে নিয়ে যেতে পারছি না নিজের মন কিছুতেই
আটকে আছে গভীর জলে শ্যাওলা ঘিরে
কেমনে কাটাই দুর্বিসহ দিন আর বাকীটুকু আয়ু।

BANGLADARSHAN.COM

সুদূর নীহারিকা

কথায় কথায় চলে এসেছি অনেকটা পথ
পথের মাঝে বিশাল বনরাজি ডাকছে কাছে আদর করে
জিরোলাম একটু সময় বটবৃক্ষের ছায়ায়।

শ্লথ গতিতে পৌঁছে গেলাম চাওয়া পাওয়ার সীমানায়,
কত শত স্বপ্ন দুলছে দোদুল দোলায়,
হারিয়ে যাই সুদূর নীহারিকায়।

BANGLADARSHAN.COM

বোধ

বোধগম্য করাতে গিয়ে
নিজের বোধের উদয় কই?
বেশি বুঝে লাভ কি রে ভাই
আমরা তো কেউ মানুষ নই।

পিঁপড়ে কেমন নিজের পিঠে
ভারি বোঝা বয় রে ভাই,
অসময়ের রশদ নিয়ে
সারি বেঁধে যাচ্ছে তাই।

রাতের অন্ধকারে পেঁচা ডাকে
দিনের আলোয় কাক চড়ুই,
মোদের মুখে আওয়াজ নাই
নিজের তালে নিজেই রই।

BANGLADARSHAN.COM

বনের পশু বনের পরিবেশে
সাবলীলভাবে বাড়ছে ঐ,
আদরেও মানুষ পোষ মানেনা
আমরা তো আর পশু নই।

দেখতে রহো ঘন্টা চ্যানেল

পরিবর্তন হতে হতে আজ সারা বিশ্ব ছিন্ন ভিন্ন রক্তাক্ত
নিজের মাটি থেকে উৎখাত হয়েছে বহু জনকে অনেক দিন
চোখের সামনে ভীষণভাবে প্রকট শুধু একে অপরকে গ্রাস করা চলেছে সাবলীল ভাবে
লজ্জা নেই দুঃখ নেই আফসোস নেই
দেখতে রহো ঘন্টা চ্যানেল।

অপরিবর্তিত ঘেঁটে যাওয়া পরিবেশে দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম
পলি জমে যায় সৃষ্টি সুখের নদীতে
মানুষের সব কিছু চুপটি করে সইতে প্রয়োজন নিজের খোলনলচে বদলে নেওয়া
আলতো করে গা ভাসিয়ে দেখতে রহো ঘন্টা চ্যানেল।

BANGLADARSHAN.COM

ভাসাই

কাঁসাই এর জলে ভাসিয়ে এলাম
আমার পুরানো পীরিতি,
এ পোড়া মন মানেনা
কোনো কঠিন নীতি,
কান্না ভেজা পথটি ধরে
ব্যথা বাড়ে অতি,
বাঁধন ছাড়া মনের ভেতর
চলেই এমন রীতি।

শাল পিয়ালের শাখায় শাখায়
কোকিলের সুমধুর গীতি,
এই ফাগে মনে দ্বিগুণ আগুন
মনের হল বিষম ক্ষতি,
বাঁধন ছাড়া অবুঝ মন
মানেনা কোনো নীতি।

BANGLADARSHAN.COM

মাদলের তালে তালে
কত খেলায় ছিলাম মাতি,
পীরিতের আগুনে পুড়ে
স্বপনে ছিলাম দিবা রাতি,
বাঁধন ছাড়া অবুঝ মন
মানেনা কোনো নীতি।

পীরিতি

পীরিতি ভীষণ জ্বালা
আগে কেন বুঝি নাই,
ব্যথা বাড়ে মনের চালে
এ ব্যথা কারে জানাই।

কালো মেঘের পানে চেয়ে
তোমায় দেখি কালার বেশে,
তোমার লাগি বিভোর প্রেম
নীল যমুনার জলে মেশে,
আশায় থাকে এ চাতকী
কবে তোমার দেখা পাই।

যুঁই ফুলের মালা গাঁথি
অবুঝ মন হয় উদাসী,
বোঝালেও বোঝে না এ মন
হই গো তোমার চরণদাসী।

দূরে ঐ বাঁশী বাজে
অঙ্গ জ্বলে সুরের আবেশে,
কোন পথে যাই গো শেষে
মনের অনল নিভাই কিসে,
তোমার সুরে ঘর ছাড়িলাম
জীবন হল কলঙ্কিত শশী।

BANGLADARSHAN.COM

আশা

দিনের পরে রাত এল্য
চোখে ঘুম আস্যে লাই,
মাস ফুরায়ে বছর এল্য
হামার মরদ ঘরে ফিরে লাই।

বোশেখ মাসের ভরা গরম
বরষার ঘন বরিষন,
শীতের কাঁপন লাগে নারে
মনে জ্বলছে প্রেমের আগুন,
ফাগুন মাসে মরদ বিনা
সময় ক্যায়সে বিতাই।

পলাশ ফুলের সুগন্ধে
পরান হল্য উচাটন,
কাঁসাই লদীর জলে ডুবেও
শীতল হয় না মন,
এল্য না বঁধু ঘরে ফিরে
আশায় দিল্য ছাই।

BANGLADARSHAN.COM

ভাদু

ভাদু হামার গরীব ঘরের বেটি
ক্ষুধার জ্বালায় ভাতের মাড় খায় এক বাটি
ভাদু হামার গরীব ঘরের বেটি।

ভাদুর ওলো সোনার বরণ
মুখখানি তার চাঁদের মতন
আলতা সিঁদুর দিয়ে তোমায়
সাজাব পরিপাটি
ভাদু হামার গরীব ঘরের বেটি।

নাই রে দানা দেবার মতন
কি দিয়া করব যতন
আছে শুধু অন্তরের ভালোবাসা
সোনার চেয়েও খাঁটি
ভাদু হামার গরীব ঘরের বেটি।

BANGLADARSHAN.COM

খুঁজি

চিরন্তন রূপের মাঝে
আকুল হয়ে তোমায় খুঁজি,
মুগ্ধতার সীমান্ত পেরিয়ে
আগের তোমায় পাই না বুঝি।

বদলে যাওয়া সময়,
বদলে যায় বাতাস,
এক আকাশ স্বপ্ন নিয়ে
দাঁড়িয়ে রই, মনে হাহুতাশ।

কেটে যায় কত শত
বিনিদ্র রজনী অনাহারে,
বুভুক্ষু মনে পিয়াসা আজও
তোমারই তরে।

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥